মাসিক
মুনা বুলেটিন
Muna Bulletin

Edited & Published by National Media Deptartment, MUNA

July-August 2022 : Muharram-Safar, 1444 : শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৯

ওয়েস্ট জোন এসোসিয়েট সমাবেশে আরমান চৌধুরী

সংগঠনের ছায়াতলে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর আহবান

লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া: মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তার সাংগঠনিক সফরের অংশ হিসেবে গত ১৪ ই আগস্ট ২০২২ রোজ (বাকী অংশ ৪ পাতায়)

মুমিন কখনো হতাশ হয় না

হাফেজ আবু ইউসুফ: আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'অবশ্যই বিশ্বাসীরা সফল হয়েছে'। (সূরা মুমিনুন-০১)। আপনি একজন মুমিন, একজন ঈমানদার, একজন আল্লাহপ্রেমী মানুষ, কখনোই (বাকী অংশ ৮ পাতায়)

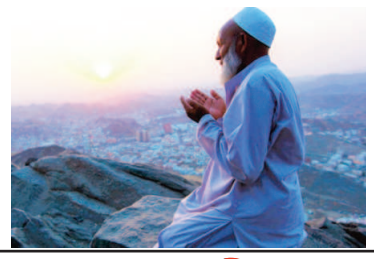

বিআইসিসি'র সামার স্কুল সমাপনীতে মাওলানা দেলোয়ার

সন্তানদের প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহ'র জ্ঞানে শিক্ষিত করা সময়ের দাবী

মুনাবুলেটিন রিপোর্ট: আমাদের উত্তরপ্রজন্ম সন্তানেরা, যারা এ সমাজে বেড়ে উঠছে; তাদেরকে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আল-কুরআন ও সুন্নাহ'র জ্ঞানে শিক্ষিত করা সময়ের দাবী। আগামী (বাকী অংশ ৫ পাতায়)

ঘোষণা ছাড়াই বাংলাদেশে মিয়ানমারের বিমান হামলা

মাসুম খলিলী: মিয়ানমার বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান ও অ্যাটাক হেলিকপ্টারগুলো বারবার সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে গোলা বর্ষণ করছে। এ ব্যাপারে দু'দফা প্রতিবাদ জানানোর পরও একই ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। আর এই বিমান হামলায় ব্যবহার করা হচ্ছে রাশিয়ার তৈরি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার। মিয়ানমারের এই হামলা কি কাকতালীয় নাকি আরাকান আর্মি দমনের নামে ঢাকাকে কোনো বার্তা দিতে চাইছে বর্মি জান্তা সরকার, সে সাথে ক্রেমলিন। বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির ক্রান্তিকাল ভূ-রাজনীতি এখন

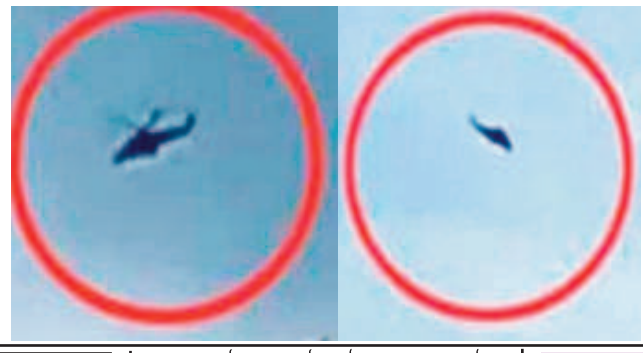

ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। কেউ কেউ এটাকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতির প্যারাডাইম শিফট বা মোড় পরিবর্তনকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন। স্নায়ুযুদ্ধকালের এক মেরুর বিশ্বব্যবস্থা যে চ্যালেঞ্জে পড়েছে তা-ই নয়, একই সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে বৈশ্বিক অনুশাসনের একটি প্রক্রিয়া বিজয়ী শক্তিগুলো সর্বসম্মতভাবে তৈরি করেছিল সেটিও চ্যালেঞ্জে পড়েছে। বৈশ্বিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বড় পরিবর্তনের পেছনে যে প্রধান কারণগুলো নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে তার শীর্ষে ছিল অর্থনৈতিক (বাকী অংশ ১০ পাতায়)

ফুলটাইম হিফজের পাশাপাশি একাডেমিক শিক্ষাদান কর্মসূচি

কুরআন একাডেমী বাফেলোর যাত্রা শুরু

মুনাবুলেটিন রিপোর্ট: অনেক আলোচনা, পর্যালোচনার পর অবশেষে কুরআন একাডেমী বাফেলো গত ৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার থেকে ফুলটাইম হিফজ ও একাডেমিক শিক্ষাদান কর্মসূচি চালু করেছে। ৬৩৭ ওয়ালডেন এভিনিউ'র বিআইসিসি'তে সূচনা দিবসে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লাল গোলাপ দিয়ে বরণ করেন। তাঁর সাথে সহযোগিতা করেন ইমাম ও খতিব এএসএম সিরাজুল ইসলাম, সাবেক লেকচারার জসীম উদ্দিন সহ অন্যান্যরা। মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। উদ্বোধনী ক্লাশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বক্তাগণ বলেন, (বাকী অংশ ৭ পাতায়)

মুনা ব্রুকলীন সাউথ চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের মাঝে ট্রফি দিচ্ছেন মুনা'র সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আবু আহমদ নুরুজ্জামান। এ সময় জোন ও চ্যাপ্টার পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

জামাইকা ইস্ট-ওয়েস্ট চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ফ্যামিলি নাইট

মুনাবুলেটিন রিপোর্ট: মুহররমের শিক্ষা ও আমাদের করণীয় এবং ফ্যামিলি নাইট ২০২২-এর আয়োজন করেছে মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের জামাইকা ইস্ট এবং ওয়েস্ট চ্যাপ্টার। গত ২৫ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় ইকনা আল-মারকাজ মসজিদে (বাকী অংশ ১০ পাতায়)

দু'জন চিকিৎসকের দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা

মানবতার সেবায় মুনা'র মেন্টাল হেলথ সেমিনার

মুনাবুলেটিন রিপোর্ট: মানসিক সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় ইস্যু। তাই মানবতার কল্যাণে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা 'মেন্টাল হেলথ সেমিনার'র উদ্যোগ নেয় যা গত ২৫ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার রাত ৮:৩০ মিনিটে ভার্চ্যুয়ালী অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল- 'এ হোপফুল লাইফ ফর মুসলিমস'। এতে ডা. জুন্নুন চৌধুরী, এমডি. এবং ডা. আতাউল ওসমানী, এমডি. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে (বাকী অংশ ৬ পাতায়)

শিকাগো চ্যাপ্টারের বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

গত ২১ আগষ্ট, রোববার; মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা, মুনা'র শিকাগো চ্যাপ্টারের উদ্যোগে 'বাসি উডস গ্রোভ ২৬'-এ বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত পিকনিকে কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি (বাকী অংশ ৭ পাতায়)

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্নঃ

নতুন প্রজন্মকে কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞান অর্জনে আরো বেশী মনোনিবেশ করতে হবে

-ইমাম মাওলানা দেলোয়ার

রশীদ আহমদ: নিউইর্য়কের ব্রুকলীনের বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর সামার প্রোগ্রামচএর সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী গত ২৫শে আগস্ট বৃহস্পতিবার বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। বিকেল চারটায় সেন্টারের হল রুমে অনুষ্ঠিত উক্ত গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ। ইসলামিক স্কুলের কুরআনিক ক্লাসের ছাত্র ইয়াহইয়া মিক্বদাদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্কুলের শিক্ষক হাফেজ তাওহিদুর রহমান তালহ ও হাফেজ মোছাব্বীহ হোসাইন এর যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গুরুত্ব পূর্ণ আলোচনা রাখেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বায়তুল মামুর মসজিদএন্ড কমিউনিটি সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএমএমসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাইয়াজ ফয়সল ও বর্তমান সেক্রেটারী মোশাররাফুল মাওলা সুজন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ। একই সময়ে ক্রমান্বয়ে পৃথকভাবে গার্লস বিভাগের গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামটিও প্রতিষ্ঠানের ২য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। গার্লস সেকশনের প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন সিস্টার ফিরোজা আক্তার পলি ও সুফিয়া খানম ইমু।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ মিজান উলাহ,হাফেজ আলী আকবর, হাফেজ কাজী ফজলে রাব্বী, হাফেজ মাওলানা আবু তাহের, হাফেজ জসীম উদ্দিন, হাফেজ ফাহমিদ আবদুল্লাহ রাইয়ান, সিস্টার আলেয়া বেগম সুমী, হাফেজা ফাতেমা বেরী, কানিজ ফাতিমা, মাসুমা ইয়াসমীন ও হাবীবা আহমদ।

অন্যান্যের মধ্যে বিএমএমসিসির সানী ইমাম মাওলানা আব্দুল মান্নান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুস সাত্তার ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ নাসির রহমানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বেশ সংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ক্লাস ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগীতাও অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান সফলতার সাথে সামার প্রোগ্রাম শেষ করায় ক্লাস ভিত্তিক ১ম থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত এবং হিফজ শাখার দু'টি গ্রুপ, উইকেন্ড শাখার ৬টি ক্লাসের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ৪৮জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সনদও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।পাশাপাশি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রিপোর্ট কার্ড প্রদান করা হয়।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি সহ অন্যান্য অতিথিরা শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন। এবারে ২৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উক্ত সামার সেশনে অংশ গ্রহণ করেন।সুচারু রূপে পাঠ দান করেছেন অভিজ্ঞ ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি ইমাম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি তোমরা সর্বত্র সালামের প্রচলন করতে পারো, পাঁচ ওয়াক্ত সময়মতো নামাজ আদায় করতে পারো, হাসিমুখে কথা বলতে পারো, ধৈর্য্য ও খুলুসিয়াতের সাথে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করতে পারো,তাহলে তোমাদের জীবনে সফলতা আসবেই। পাশাপাশি আখেরাতেও কামিয়াবী হাসিল করা সম্ভব। তিনি অভিবাকদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রবাসে ইসলামকে বুঝা বা শেখার জন্য আমাদের সন্তানদের জন্য ইসলামিক স্কুলের বিকল্প নেই। একই সঙ্গে পারিবারিকভাবেও কুরআন ও হাদিসের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে। সামার স্কুল থেকে শিক্ষা নেয়ার পর ইসলামের মৌলিক বিষয়ের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের খাওয়ারের ব্যপারে হালাল হারাম শিখানো হয়েছে তা তাদের বাস্ড্ব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। মা-বাবাদেরও হারাম হালালের জ্ঞান থাকতে হবে, সে অনুযায়ী বাচ্চাদের খাবার পরিবেশন হবে।তিনি আরো বলেন,নতুন প্রজন্মকে আরো বেশী বেশী কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে। কেননা ঐ কুরআনিক জ্ঞানই পারে মানুষকে সঠিক ও সত্য পথের পথ দেখাতে।

বিশেষ অতিথি বিএমএমসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাইয়াজ ফয়সল উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সকলের আরো সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে বিএমএমসিসি একদিন নিউইয়র্কের নামকরা বিদ্যাপীঠে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। তিনি বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এই সামারের এই অল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের সবকিছু শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাই আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্তারোপ করেন।

বিএমএমসিসির সেক্রেটারী জেনারেল মোশাররাফুল মাওলা সুজন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমাদের সন্তানদের শিশু বয়স থেকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া জরুরী। বাসার পাশে ইসলামিক স্কুল হওয়ায় আমাদের জন্য তা অনেক সহজ হয়েছে।সামার স্কুল নিয়ে তিনি আরো বেশী প্রচারের উপর গুরুত্তারোপ করেন, যাতে করে সামার সেশনে মুসলিম কমিউনিটির সকল শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতে সক্ষম হয়।

প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রতি বছরই ভুর্তুকী দিয়ে ইসলামিক স্কুল পরিচালনা করতে হয়। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যেন আগামী প্রজন্ম আমেরিকায় বসেও ইসলামের আলোকে জীবন গঠন করতে পারে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে নিয়ে আসা এবং ক্লাস শেষে সঠিক সময়ে বাসায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং বাচ্চাদের হোমওয়ার্কে ঠিকমতো দেখভাল করা, তাতে স্কুলের শৃংখলা রক্ষা হয় সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন বৃদ্ধি পায়।

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

মুনা'র সাংগঠনিক সংবাদ

মুনা বাফেলো ডাউনটাউন এবং এমহার্স্ট চ্যাপ্টারের শিক্ষা সফর

মাহমুদুজ্জামান: মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা(মুনার) বাফেলো ডাউনটাউন এবং এমহাস্ট চ্যাপ্টারের উদ্যোগে আটই আগষ্ট ২০২২ শিক্ষা সফর এবং পিকনিক এর আয়োজন করা হয়। এতে বাফেলোতে বসবাসরত বাংলাদেশি মুসলিমরা অংশগ্রহণ করেন। সকাল থেকে যখন ধীরে ধীরে বেলা বাড়ছিল তখন নায়াগ্রা স্টেট পার্ক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। এতে নানা ধরনের খেলাধূলার আয়োজন ছিল। শিশু-কিশোর এবং বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের জন্য ছিল পৃথক খেলার ব্যবস্থা। উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। যান্ত্রিক জীবনের বাইরে প্রাণ ফিরে পাওয়া। এরকম আয়োজন দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। চমৎকার আয়োজনের জন্য সবাই মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনাকে) আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বাফেলো বাংলার সম্পাদক নিয়াজ মাখদুম তাঁর সংক্ষিপ্ত অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'আমরা বাংলাদেশিরা সব মিলিয়ে একটি পরিবার, "একটি বাংলাদেশ"। আমরা একটি সুন্দর কমিউনিটি গড়ে তুলব সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুনা'র ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবুল ফায়জুল্লাহ। এছাড়াও স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ শিক্ষাসফরে অংশ নেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে খেলাধূলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

My Lord, increase me in knowledge

ADMISSION OPEN

Seats are limited

SCHOOL YEAR 2022-2023

MCJ MUNA CENTER OF JAMAICA

- Weekend Islamic School
- Part Time Hifzul Qur'an Program
- IT Classes
- Tajweed Classes

ENROLL YOUR CHILD TODAY

Call Today (718) 627-4625

For more information visit www.munacjny.org

MUNA Center of Jamaica
Masjid Ar-Rayyan
196-43 Foothill Ave, Holliswood, NY 11423

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

মুনা'র সাংগঠনিক সংবাদ

সংগঠনের ছায়াতলে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর আহবান

মুনা'র ন্যাশনাল দাওয়াহ ডিরেক্টর প্রফেসর ড. রুহুল আমিন গত ৪ সেপ্টেম্বর, রোববার পাকচেষ্টার চ্যাপ্টারের কিয়ামুল লাইলে অতিথি বক্তা হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট ব্রাদার নুরুস সামাদ চৌধুরী।

(১ম পাতার পর)

রবিবার দুপুর ৪:০০ মিনিটে (প্যাসিফিক টাইম) ওয়েস্ট জোন এসোসিয়েট মেম্বারদের নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বলেন, সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীরদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সঠিক আনুগত্য ও এহসানের মাধ্যমে সংগঠনের ভিতকে মজবুত করতে হবে। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি নিরেশনে নিয়মিত যোগাযোগের বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি সবাইকে সংগঠনের ছায়াতলে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে আহবান করেন।

ক্যালিফোর্নিয়া মুনা সেন্টারের অধীনস্থ হলিউড মসজিদে অনুষ্ঠিত এই এসোসিয়েট মেম্বার সমাবেশে জোন সভাপতি আশরাফ হোসাইন আকবরের সভাপতিত্বে পরিচালনা করেন সেক্রেটারী জনাব আব্দুল মান্নান। শুরুতেই পবিত্র কোরআন হতে দারস্ পেশ করেন ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর খতিব আহমেদ আবু উবায়দা।

মুহতারাম আরমান চৌধুরী তার বক্তব্যে সংগঠনের দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে মুনা ইউথ ও ইয়ং সিস্টার অফ মুনা হতে প্রাপ্ত পরামর্শ সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং দায়িত্বশীলদের আরও সক্রিয়, যত্নবান, ও উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্ববান করেন। তিনি সবাইকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগঠনে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে সব চ্যাপ্টার সমূহকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুনা ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মুহতারাম আনিসুর রহমান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এ সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করণীয় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও অতীতে সকল পর্যায়ের চ্যাপ্টার, সাব-চ্যাপ্টার, ও জোনাল ডিপার্টমেন্ট সমূহকে সক্রিয় করতে যেসব কার্যকরী ভূমিকা নেয়া হয়েছিল তার উদাহরণ নিয়ে আসেন। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সংগঠনের সাথে লেগে থাকার আহ্বান করেন।

জোন প্রেসিডেন্ট আশরাফ হোসাইন আকবর তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে করতে গিয়ে সকল সফলতার কৃতিত্ব মহান আল্লাহ তায়ালার এবং সকল ব্যর্থতার দায় ভার নিজের উপর নিয়ে সবার নিকট দোয়া কামনা করেন।

- ইসমাইল হোসাইন, ডিরেক্টর, কমিউনিকেশন মিডিয়া অ্যান্ড কালচারাল ডিপার্টমেন্ট, মুনা ওয়েস্ট জোন।

বিআইসিসি, কুর'আন একাডেমীতে ভর্তি চলছে

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

মুনা’র সাংগঠনিক সংবাদ

সন্তানদের প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহ’র জ্ঞানে শিক্ষিত করা সময়ের দাবী

(১ম পাতার পর)

দিনগুলোতে ইসলামের শিক্ষা ছাড়া মুসলিম সন্তানেরা নিজেদের ধর্ম, স্বকীয়তা নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রতিটি মুসলিম পিতামাতার প্রধান দায়িত্ব হল, সন্তানদেরকে প্রথমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এরপর তারা অন্যান্য শিক্ষা নিয়ে যে যার পথে এগিয়ে যাবে। গত ৩০ আগষ্ট, মঙ্গলবার বাফেলো ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের সামার প্রোগ্রামের সমাপনী অনুষ্ঠানে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন তাঁর বক্তব্যে এসব তথ্য তুলে ধরেন।

বিআইসিসি’র প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাফেলো বাংলার সম্পাদক নিয়াজ মাখদুম, ইমাম ও খতিব এএসএম সিরাজুল ইসলাম, ড. ফখরুদ্দীন ছাড়াও অভিভাবকবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সামার ইসলামিক স্কুলের অন্যতম শিক্ষক, সাহিত্যিক মাওলানা ওয়াসিক সিদ্দিকী।

প্রায় দু’শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের সামার স্কুলের সফল পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করে, প্রশংসা করেন অভিভাবকগণ।

মুনা জামাইকা ইস্ট চ্যাপ্টারের পিকনিক ও শিক্ষা সফর গত ৪ সেপ্টেম্বর বেলমন্ড লেক স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুনা’র ন্যাশনাল দাওয়াহ ডিরেক্টর প্রফেসর ড. রুহুল আমিন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মুনা আয়োজিত এ শিক্ষা সফরে সংগঠনের জনশক্তি ছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

মুনা'র সাংগঠনিক সংবাদ

মুনা বাফেলো রিভারসাইড চ্যাপ্টারের স্ট্যাডি ট্যুর ও পিকনিক

গত ৩০ জুলাই, মুনা বাফেলো রিভারসাইড চ্যাপ্টারের শিক্ষা সফর ও বনভোজন ২০২২ স্থানীয় ইভানগোলা স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এতে গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। মুনা রিভারসাইড চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ একটি মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান উপহার দেয়ায় স্থানীয়দের মাঝে এর প্রভাব পরে। অনেকেই মুনা'র আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মানবতার সেবায় মুনা'র মেন্টাল হেলথ সেমিনার

(১ম পাতার পর)

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

জুমে অনুষ্ঠিত মেন্টাল হেলথ সেমিনার অনেকের কাছে নতুন বিষয় মনে হলেও আলোচকদের আলোচনায় দিব্য চোখ উন্মোচিত হয়। 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' বিষয়টি যে শুধু শারীরিক নয় বরং মানসিক বিষয়ও আলোচকদের আলোচনায় তা ফুটে ওঠে।

মুনা'র এ উদ্যোগকে অংশগ্রহণকারীদের অনেকে একটি মহতী উদ্যোগ বলে মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি মুনা'র ন্যাশনাল নেতৃবৃন্দ ক্যানসাসের ওভারল্যান্ড পার্কস্থ ইসলামিক সেন্টার অফ জনসন (আই.সি.জে.সি) পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার পরিচালকবৃন্দের সাথে স্ব-স্ব ইসলামিক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন বিষয়ে মতের আদান-প্রদান করেন। মুনা'র সফর টিমে ছিলেন ন্যাশনাল এসিসট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ওস্তাদ আহমেদ আবু ওবায়দা, ন্যাশনাল দাওয়াহ ডিরেক্টর প্রফেসর ড. রুহুল আমিন, কুরআন একাডেমী ফর ইয়াং স্কলার শিক্ষক ওস্তাদ ড. তামের সেলিম এবং ওস্তাদ ইব্রাহীম কামারা। অন্যদিকে আই.সি.জে.সি-এর পক্ষ থেকে মতবিনিময়ে অংশ নেন ইমাম ড. আব্দুল হামিদ আল-গিজাওই এবং ইমাম দাহী সাঈদ আল-আজহারী।

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

মুনা'র সাংগঠনিক সংবাদ

কুরআন একাডেমী বাফেলোর যাত্রা শুরু

(১ম পাতার পর)

বাফেলোর ইতিহাসে ৬ সেপ্টেম্বর একটি উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে চিহ্নিত হবে। কোন একদিন যখন এ প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী দ্বীন-ইসলাম শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগে উচ্চশিক্ষার সনদপ্রাপ্ত হবে, তখন তোমাদের এ ক্ষুদে প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা উচ্চারিত হবে। তোমরাই আজ সে জ্ঞানের সাগরের প্রথম জলকণা।

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকবৃন্দ সাগ্রহে তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করিয়েছেন বলে জানান কর্মকর্তাগণ। তাঁরা বলেন, ২ থেকে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ এখনো রয়েছে। আগ্রহী মা-বাবা'রা ৭১৮-৫০২-৪১২৭ (আব্দুল কাইয়ুম), ৩১৩-৪১০-২০৮৭ (এএসএম সিরাজুল ইসলাম)-এর সাথে যোগাযোগ করাতে পারেন।

শিকাগো চ্যাপ্টারের বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

(১ম পাতার পর)

বয়স্কদের খেলাধূলার আয়োজন পিকনিককে আরো মনোমুগ্ধকর করে তোলে। মুনা শিকাগো চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট শায়গান আজাদ চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পিকনিক পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। নেতৃবৃন্দ সবাইকে ইসলামী জীবনধারায় ফিরে আসার এবং প্রজন্মদের কুরআন-হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে মুনা'র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

মুনা'র সাংগঠনিক সংবাদ

মুমিন কখনো হতাশ হয় না

(১ম পাতার পর)

হতাশ হতে পারে না। হতাশা মুমিনের সাথে যায় না। সবসময় আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে, তাঁর করুণা, দয়া ও স্নেহের যে আলোকধারা মুমিনের ওপর বর্ষিত হচ্ছে, তা থেকে আপনি (মুমিন) কীভাবে নিরাশ হবেন? ইহকালীন ব্যর্থতা, পরাজয়ে আপনার কী আসে যায়, বলুন? আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তারা হতাশ হয় না। দুনিয়ার অপূর্ণতা তাদের আঘাত দেয় না। বরং তারা প্রতীক্ষার প্রহর গুনে মহা সফলতার। সেই সফলতা, যার ওয়াদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। আপনার আত্মা যখন আল্লাহর ভরসায় পরিপূর্ণ তখন সিজদায় গিয়ে বলুন, হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের ওপর জুলুম করেছি আমাকে তোমার রহমত থেকে নিরাশ করো না। '(হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা, যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আয-যুমার-৫৩)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি এ মহাবিশ্বকে বানিয়েছেন একটি বিশাল পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং (তোমাদের) জানমাল ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।' (সূরা বাকারা-১৫৫) মুমিনদের জন্য পরীক্ষা আসবেই যে পরীক্ষা থেকে বাদ পড়েননি কোনো নবী ও রাসূল। আমরা যদি শিশু নবী মুসা আ:-এর জীবনী দেখি জন্মের পর তার মাকে নির্দেশ করা হলো তাকে যেন একটি বাক্সে ভরে ভাসিয়ে দেয়া হয়, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, 'আর আমি মুসার মায়ের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠালাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাও। এরপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে।' (সূরা কাসাস-০৭) একদিকে ফিরাউন বাহিনী অন্যদিকে সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া- এ যেন স্থলের সিংহের ভয়ে জলের কুমিরের মুখে সন্তানকে ঠেলে দেয়ার মতো কিছু। আমার-আপনার মনে যে ভয় তা কি মুসা আ:-এর মায়ের মনে উদয় হয়নি? হয়েছে, তবে তাকে হতাশা কিংবা ভয় গ্রাস করতে পারেনি। তিনি যখন আল্লাহ তায়ালার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করলেন, 'আর একদম ভয় করবে না এবং চিন্তাও করবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমার সন্তানকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।' (সূরা কাসাস-০৭)

আবার আমরা যদি মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ সা:-এর দিকে তাকাই তার তিন তিনটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু কেউ এ ধরণীর বুকে ছিল না, সবাইকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়ে গেছেন। কই তিনি তো হতাশ হননি। যে মক্কাবাসী তাকে আল-আমিন উপাধি দিয়েছিল তারাই তো তাকে শিয়াবে আবু তালিবে বন্দী রেখেছিল তিনটি বছর। তাদের জুলুম নির্যাতন এতটাই তীব্র ছিল যে, শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর হুকুমে জন্মভূমি থেকে হিজরত করতে হয়েছিল, তারপরও তো তিনি হতাশ হননি। আমরা যদি মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম আ:-এর দিকে তাকাই আমরা দেখতে পাই, তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করলেন, 'হে আমার প্রভু! আমাকে এক সৎ ছেলে সন্তান দান করুন'। (সূরা সাফফাত-১০০) তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে সুসংবাদ দিলেন, 'সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম'। (সূরা সাফফাত-১০১)

যার নাম হজরত ইসমাইল আ: প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র সন্তান যখন তার সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হলো, তখন তাকে কোরবানি করার নির্দেশ করা হলো, তিনি হতাশ হননি, বরং তিনি রবের ওপর ভরসা করে পুত্র ইসমাইলকে স্বপ্নের কথা বললেন, তখন ইসমাইল আ: বললেন, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করুন আল্লাহর ইচ্ছায় আমাকে সহনশীল পাবেন, 'অতপর যখন সে পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহিম তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কি? সে (ইসমাইল) বলল, হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে সবরকারী (সহনশীল) পাবেন।' (সূরা সাফফাত-১০২)

পিতা-পুত্রের কেউ তো হতাশ হননি; বরং তারা রবের ওপর ভরসা করে আল্লাহ তায়ালাকে রাজি খুশি করার জন্য পুত্র ইসমাইলকে জবাই করার জন্য শায়িত করেন, তখন আল্লাহ বলেন, 'তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটি এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।' (সূরা সাফফাত : ১০৫-১০৬)

হজরত জাকারিয়া আ:-এর ঘটনা আমাদের সবারই জানা আছে। তিনি মারইয়াম আ:-এর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি যখনই মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করতেন তখনই তাঁর কাছে বে-মৌসুমের বিরল খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, হে মারইয়াম, এসব তুমি কোথায় পেলে? তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩৭)

তখন পর্যন্ত জাকারিয়া আ:-এর কোনো সন্তান ছিল না, তিনি মনে মনে ভাবলেন আর বললেন, যে আল্লাহ বে-মৌসুমে ফল দিতে পারেন, সে আল্লাহ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সন্তানও দিতে পারেন। তখন তিনি হতাশ না হয়ে দোয়া করলেন, 'হে আমার পালনকর্তা! তোমার কাছ থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।' (সূরা আলে ইমরান-৩৮) আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার ওপর ভরসা করে তাঁর (আল্লাহ) কাছে চাইলে তিনি কাউকে কখনো হতাশ করেন না। এমনকি ইবলিশ শয়তানকে যখন আল্লাহ তায়ালা চিরস্থায়ী জাহান্নামি হিসেবে ঘোষণা করলেন তখন ইবলিশও হতাশ হয়নি, সে আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে আল্লাহ তায়ালার কাছে চেয়েছিল- তাকে যেন কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয়। 'আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন এদের সবাইকে পুনর্বার ওঠানো হবে, তিনি বললেন, 'তোকে অবকাশ দেয়া হলো'। (সূরা আল-আরাফ : ১৪-১৫) মানুষের শিরায় শিরায় যাওয়ার ক্ষমতা চাইল। আল্লাহ তাকে তাও দিলেন। মহানবী সা: বলেন, 'অবশ্যই শয়তান আদম সন্তানের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে'। (সহিহ বুখারি-১২৮৮)

সর্বশেষ বলা যায়, দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য কারাগার। (সহিহ মুসলিম-২৯৫৬) সুতরাং কারাগার তো শান্তি কিংবা আরাম আয়েশের জায়গা নয়। এটি দুঃখ কষ্ট বেদনা যন্ত্রণার জায়গা। থাকা খাওয়ার কষ্ট, ভালো না লাগা প্রিয় মানুষ হারানোর যন্ত্রণা, নিজের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করতে না পারার অসীম বেদনা, মনের গহিনে লুকায়িত সুপ্ত যন্ত্রণা যা হয়তো বা এ পৃথিবীর কেউ জানে না।

অতএব যারা মুমিন, আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দা তাদের জন্য তো দুনিয়া কারাগার। আর কারাগার মানেই তো দুঃখ আর কষ্টের জায়গা। মুমিনের জন্য দুনিয়াতে দুঃখ কষ্ট থাকবে- এটাই স্বাভাবিক তবুও মুমিন কখনো হতাশ হবে না। মুমিন এই সমস্যাগুলোকে সাথে নিয়েই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওপর ভরসা করে হতাশ না হয়ে আমৃত্যু জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, আর এটিই হলো একজন প্রকৃত মুমিনের বেশিষ্ট্য।

মুনা'র ন্যাশনাল দাওয়াহ ডিরেক্টর প্রফেসর ড. রুহুল আমিন সম্প্রতি মিয়ামি'র মুনা সেন্টার অফ সাউথ ফ্লোরিডা পরিদর্শন করেন। সেন্টারের ইমাম ও চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট ব্রাদার হাফিজ নুরুল আমিন এশার নামাজ পরিচালনা করেন এবং মুসল্লিদের জমায়েতে প্রধান অতিথি মুসলিম দায়ী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং সঠিক উপায়ে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

মুনা'র ন্যাশনাল নেতৃবৃন্দ লুইজিয়ানার ব্যাটন রুগের ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার পরিচালকবৃন্দের সাথে ইসলামিক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন বিষয়ে মতের আদান-প্রদান করেন। মুনা'র সফর টিমে ছিলেন ন্যাশনাল এসিসট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ওস্তাদ আহমেদ আবু ওবায়দা, ন্যাশনাল দাওয়াহ ডিরেক্টর প্রফেসর ড. রুহুল আমিন, কুরআন একাডেমী ফর ইয়াং স্কলার শিক্ষক ওস্তাদ ড. তামের সেলিম এবং ওস্তাদ ইব্রাহীম কামারা। মুনা'র নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ড. হাইথাম, ড. আব্দুস সালাম, শেখ আবু মোস্তফা, শেখ আবু আ'লা সহ অন্যান্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

মুনা সেন্টার অফ জামাইকা'র মসজিদ আর-রাইয়ানে প্রতিটি জুম্মার নামাজে স্থানীয় মুসল্লীগণ স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করছেন। মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার এ প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর, ইয়ুথ, ইয়াং সিস্টার সহ বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি স্থানীয়দের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

ভ্যালি-ক্যালিফোনিয়া চ্যাপ্টারের ঈদ রিইউনিয়ন ও পিকনিক ২০২২

লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোনিয়া: যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঙালি অধ্যুষিত শহর লস এঞ্জেলেসের সবুজ প্রকৃতি ঘেরা লেক বালবোয়া পার্কে প্রায় তিন শতাধিক ভাই-বোনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভ্যালি ক্যালিফোনিয়া চ্যাপ্টারের ইদ রিউনিয়ন ও পিকনিক ২০২২।

গত ২৩ শে জুলাই ২০২২ রোজ শনিবার অনুষ্ঠিত এই ঈদ ইউনিয়ন ও পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম উম্মাহ নর্থ আমেরিকা মুনা ন্যাশনাল এসিস্টেন্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মুহতারাম আনিসুর রহমান, ওয়েস্ট জোন প্রেসিডেন্ট জনাব আশরাফ হোসাইন আকবর, সেক্রেটারী জনাব আব্দুল মান্নান, ভ্যালি ক্যালিফোনিয়া চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল মুকিত আজাদ সেক্রেটারি জাবেদ হাসান সহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

চ্যাপ্টার সেক্রেটারি জাবেদ হাসানের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুহতারাম আনিসুর রহমান, জনাব আশরাফ হোসাইন আকবর, আব্দুল মান্নান, মাওলানা আব্দুল মুকিত আজাদ প্রমুখ।

চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল মুকিত আযাদ তার উদ্বোধনী বক্তব্যে সকলকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় আন্তরিক মোবারকবাদ জানান এবং সেক্রেটারী জাবেদ হাসান, মেম্বার রাশেদ হাসান ও যে সকল দায়িত্বশীল নেতা ও কর্মী এই অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জোন প্রেসিডেন্ট আশরাফ হুসাইন আকবর তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং নৈতিক ও আদর্শ চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে সবাইকে মুনার ছায়াতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

মুহতারাম আনিসুর রহমান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অনুষ্ঠান আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি উৎসবে প্রতিটা মুহূর্তে প্রত্যেককে এক একজন দ্বায়ী হিসেবে ভূমিকা পালন করে আশেপাশের মানুষকে দ্বীনের ছায়াতলে এনে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিতে ভূমিকা রাখতে উদাত্ত আহব্বান করেন।

উক্ত ঈদ রিইউনিয়নে উপস্থিতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার ও মিষ্টি পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে অতিথিদের দ্বারা পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ইসমাইল হোসাইন, কমিউনিকেশন মিডিয়া অ্যান্ড কালচারাল ডিপার্টমেন্ট, মুনা ওয়েস্ট জোন।

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com

ঘোষণা ছাড়াই বাংলাদেশে মিয়ানমারের বিমান হামলা

(১ম পাতার পর)

বিপ্লব। আর্থিক সক্ষমতা সব সময় আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে না যদি সেটিকে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা তৈরিতে কাজে লাগানো না হয়। ইউরোপের স্বল্প জনসংখ্যার অনেক জাতি একসময় বিশ্বের দেশে দেশে উপনিবেশ বিস্তার করেছিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ আর্থিক সক্ষমতাকে টেকসই প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার বানাতে পারেনি এ কারণে।

রাশিয়া চীন ও ভারত : সম্পর্ক ও সজ্ঞাত

এখনকার বৈশ্বিক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো। এ দেশগুলোর মধ্যে সামনের কাতারে রয়েছে রাশিয়া, চীন ও ভারত। রাশিয়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি দেশ, শিল্প প্রযুক্তি বিকাশেও দেশটি রয়েছে একই স্তরে। তবে মাঝারি আকারের ন্ তাত্ত্বিকভাবে সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী। জ্বালানি সম্পদের বিপুল মজুদ এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর অগ্রগতি দেশটিকে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত করেছে। কিন্তু সোভিয়েত আমলের মতো এককভাবে শীর্ষ প্রতিপক্ষ আমেরিকাকে প্রতিরোধ করার মতো অবস্থানে এখনো রাশিয়া যে পৌঁছেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইউক্রেন যুদ্ধে আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থতায়। আর এই সীমাবদ্ধতার কারণে ইউক্রেন অভিযানের আগে কৌশলগত বোঝাপড়ার জন্য পুতিনকে ছুটে যেতে হয়েছে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কাছে।

চীনের সক্ষমতা ও বাস্তবতা রাশিয়া থেকে অনেকখানি আলাদা। বৈশিষ্ট্যগতভাবে চীনের বিশেষ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা দুটোই রয়েছে। চীন বিশ্বের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী একধরনের শৃঙ্খলিত বা সুশৃঙ্খল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনের মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছে। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল পর্ব পেরিয়ে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়ায় দেশটির জনগণের মধ্যে পরিশ্রম অধ্যবসায় ও উদ্ভাবন তিনটির সংমিশ্রণ ঘটেছে। দেং জিয়াও পিং-এর সংস্কার ও বৈশ্বিক বাণিজ্যব্যবস্থার সাথে সমন্বয় ঘটানোর নীতি বাস্তবায়নের পর চীনের অর্থনীতি বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করে। বিনিময় হারে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং ক্রয়ক্ষমতার সমানুপাত হিসেবে বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে দেশটি।

তুলনামূলক সস্তা কাঁচামাল ও শ্রমের সুবাদে বিশ্বের শীর্ষ করপোরেশনগুলো তাদের উৎপাদন ইউনিট চীনে নিয়ে গেছে। এতে অর্থনীতির বিকাশের পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটিও সামনে এগিয়েছে। চীন হয়ে পড়েছে বিশ্বে সস্তা উপকরণ ও পণ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। চীনা সরকার অর্থনীতির এই অগ্রগতির সাথে তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায়ও বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। যার ফলে এখন বিশ্বের শীর্ষ উদ্ভাবনী গবেষণা নিবন্ধের ৪০ শতাংশ চীনাদের দখলে। এ ক্ষেত্রে চীনা প্রভাব শুধু দেশটি অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী তৈরি করেছে এমন নয়, সেই সাথে প্রবাসী চীনা সম্প্রদায়ও বিরাট ভূমিকা রাখছে। ইউরোপ আমেরিকার এমন বড় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়া যাবে না যেখানে চীনা শিক্ষকরা কর্মরত নেই। চীনা টাউন নেই এমন কোনো উন্মুক্ত ইউরোপ আমেরিকার দেশ প্রাপ্তি হবে বিরল।

এই বাস্তবতার কারণে ইউক্রেন আক্রমণের জন্য পুতিনের মতো ঔদ্ধত্য স্বভাবের নেতাও চীনের সাথে বোঝা-পড়ায় গেছেন। আর তাইওয়ান নিয়ে সজ্ঞাতে যেতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমারা দু'ধাপ এগিয়ে দেড় ধাপ পেছানোর মতো কৌশলে রয়েছেন। চীনও তার প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সক্ষমতাকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ে যেতে পাশ্চাত্যের সাথে এখনই সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াতে চাইছে না।

এশিয়ায় এই দুই দেশের পর ভারত তৃতীয় শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয় এই অঞ্চলে। যদিও রাশিয়া বা চীনের তুলনায় সক্ষমতার বিচারে ভারত অনেকটাই পেছনের কাতারে। তবে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে ভারতের বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশটি দুই প্রধান বৈশ্বিক পক্ষের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে আসছে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়া হলো ভারতের প্রতিরক্ষা সমরাস্ত্র সরবরাহ ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রধান উৎস। ভারতের সাথে সীমান্ত বিরোধ সত্ত্বেও চীন হলো বৃহত্তর বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক অংশীদার। আর যুক্তরাষ্ট্র ও উদারনৈতিক ইউরোপকে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসারে কৌশলগত মিত্র হিসেবে তুলে ধরতে চায় দিলি।

মিয়ানমারে প্রভাব বিস্তারের লড়াই :

মিয়ানমারে এখন যে বাস্তবতা ও সংঘাত চলছে তা বোঝার জন্য বৈশ্বিক এই তিন খেলোয়াড়ের সামর্থ্য সম্পর্ক ও সজ্ঞাতের বিষয়টি বোঝা দরকার। ওবামা শাসনকালে ওয়াশিংটন ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভেবেছিল ভারত তার প্রতিরক্ষা নির্ভরতা রাশিয়া থেকে সরিয়ে পাশ্চাত্যে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর বিপরীতে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সেই ধারায় না এগিয়ে আবার রুশ নির্ভরতায় ফিরে আসে নরেন্দ্র মোদির সরকার। ওয়াশিংটনের আপত্তির মুখেও এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগ্রহ করে দিলি। এরপর রাশিয়ার ইউক্রেনে সামরিক অভিযানে মধ্যপন্থা গ্রহণ করে। আর এর আগেই মিয়ানমার প্রশ্নে দিলি একেবারেই পাশ্চাত্যবিরোধী কৌশল নেয়। ভারত মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করে।

এই সম্পর্কের আওতার কালান্দান রিভার প্রকল্পের অংশ হিসেবে সিটওয়েতে গভীর সমুদ্রবন্দর এবং অর্থনৈতিক করিডোর তৈরির পদক্ষেপ নেয় ভারত। এ জন্য ভারত কিলোক্লাস সাবমেরিন, ব্রহ্ম মিসাইল, তেজশ জঙ্গিবিমান সরবরাহ করে মিয়ানমারকে। একই সাথে সীমান্ত অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে যৌথ অংশীদারিত্বের এক প্রক্রিয়াও তৈরি করে। এই কৌশলের সাথে সামরিক জান্তা সরকার উৎখাত করে মিয়ানমারে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পাশ্চাত্যের প্রচেষ্টা পুরোপুরিই সাংঘর্ষিক। পাশ্চাত্যের বিপরীত নীতির পাশাপাশি মিয়ানমারের বহু দশকের চীনা সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও নির্ভরতা দূর করার জন্য প্রচেষ্টাও গ্রহণ করে নয়াদিলি। এর অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে জড়িত করার সাথে সাথে রাশিয়াকে সম্পৃক্ত করার জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেয় দিলি।

মিয়ানমারের জান্তা প্রধানের ঘনঘন রাশিয়া সফর, সর্বাত্মক অবরোধ থাকা অবস্থায় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভের নেপাইডো সফর, সু-৩০ যুদ্ধ বিমানসহ কৌশলগত সমরাস্ত্র সরবরাহের পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের তেল গ্যাস ব্লকে জ্বালানি অনুসন্ধানের সাথে রাশিয়াকে যুক্ত করার পদক্ষেপ এই অঞ্চলের জন্য অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এটি যেমন বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে চীন-রাশিয়ার কৌশলগত সহযোগিতাকেও এটি কমবেশি প্রভাবিত করতে পারে। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পর যে ধরনের সর্বাত্মক সহায়তার প্রত্যাশা চীনের কাছে করেছিল সেটি মস্কো পায়নি বলে মনে করে। যার ফলে সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট মেদরভ চীনা সহায়তার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, অর্ধেক দামে জ্বালানি কেনাটা কৌশলগত সহায়তা হতে পারে না। এ ছাড়া শি জিনপিংকে মস্কো সফরের আমন্ত্রণ করলেও তিনি তাতে সাড়া দেননি।

রাশিয়ার সাথে কৌশলগত সম্পর্কের চেয়েও বেইজিংয়ের সামনে ইউরোপ আমেরিকার বাজার ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চীনা নেতারা এটিও স্মরণ করেন যে, বেইজিং যখন ভারতকে এস-৪০০ সরবরাহ না করতে অনুরোধ করেছিল ক্রেমলিন তা রক্ষা করেনি। এই স্বার্থসংশিষ্ট সম্পর্ক বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে দুই দেশের ভূমিকাকে প্রভাবিত করেছে।

মিয়ানমারে ভারতীয় স্বার্থ রক্ষায় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় চীনা প্রভাবকে। চীন তার সীমান্তবর্তী দেশটিতে দশকের পর দশক ধরে বিনিয়োগ করে এসেছে। মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বড় অংশ ছিল চীনের। ভারত তার গণতান্ত্রিক এজেন্ডা পরিত্যাগ করে মিয়ানমারের সামরিক সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার পর চীনা প্রভাব কমানোর প্রতি নজর দেয়। কিন্তু ভারতের যে নিজস্ব সক্ষমতা রয়েছে তা দিয়ে চীনের বিকল্প তৈরি সম্ভব না হওয়ায় রাশিয়াকে মিয়ানমারে বড় ভূমিকায় নিয়ে আসার নীতি নেয় দিলি। সর্বশেষ অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ২০২১ সালে সামরিক জান্তার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর পশ্চিমা দেশগুলো মিয়ানমার থেকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে নেয়। এতে সৃষ্ট শূন্যস্থান বিশেষত জ্বালানি অনুসন্ধান ক্ষেত্রে রাশিয়াকে সংযুক্ত করে জান্তা সরকার। একই সাথে প্রতিরক্ষা সমরাস্ত্র চীনের পরিবর্তে রাশিয়া থেকে সংগ্রহের ব্যাপারে সামরিক সরকার উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

ভেতরে ভেতরে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের চীনের বিকল্পে ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি বেইজিংয়ের স্বাভাবিকভাবে নেয়ার কথা নয়। এমনিতে জান্তা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়ে। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জীবনহানির ঘটনা ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় চীনকে বাদ দিয়ে ভারত-রাশিয়া অক্ষের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ার পর থেকে আরাকান আর্মির মতো যেসব বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে সামরিক সরকারের সমঝোতা হয়েছিল সেটিও ভেঙে পড়তে থাকে। এতে রাখাইন চিন স্যাগাইং, কাচিন ও শানে বিদ্রোহীদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। চিন রাজ্য থেকে হাজার হাজার মিজো ভারতের মিজোরামে চলে যেতে থাকে। বাংলাদেশ ভারত ও চীন সীমান্তবর্তী তিনটি রাজ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর অবস্থান একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। আরাকান আর্মির সাথে সামরিক যুদ্ধবিরতি ভেঙে গিয়ে নতুন সজ্ঞাত শুরু হলে বেপরোয়া বিমান হামলা শুরু করে মিয়ানমারের জান্তা সরকার।

বর্মি বিমানের গোলা ও বাংলাদেশের করণীয় :

কথিত আরাকান আর্মি বিরোধী এই অভিযানে মিয়ানমারের সরকার রাশিয়ান জঙ্গিবিমান ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে এবং সেই বিমানের গোলা বারবার সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ভূখন্ডে এসে পড়ছে। নেইপিডো কর্তৃপক্ষ জানে যে ভারত ও চীনা সীমান্ত অতিক্রম করলে তাদের এ জন্য মূল্য দিতে হবে বেশি। ফলে বাংলাদেশকে দৃষ্টান্ত সৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলে মনে হয়। আরাকান আর্মিকে দমন করার জন্য এই অভিযান চালানোর কথা মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি করলেও এর পেছনে আরো গভীর কোনো বিষয় থাকতে পারে। জান্তা সরকার সীমিতভাবে ঢাকার সাথে সামরিক সজ্ঞাত তৈরি করে জনমতকে প্রভাবিত করতে চাইতে পারে। অথবা বিশ্বের সামনে এমন একটি বিষয় তুলে ধরতে চাইতে পারে যে আরাকান আর্মি প্রতিবেশী দেশের মদদ পাচ্ছে। অথবা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যেসব তেল গ্যাস ব্লকে রাশিয়াকে কর্তৃত্ব দিতে চাইছে তাদের ব্যাপারে কোনো আপত্তি যাতে বাংলাদেশ না করে তার জন্যও একটি বার্তা হতে পারে এটি। অথবা চীনকে দূরে রেখে রাশিয়া-ভারতের ওপর সামরিক নির্ভরতার একটি পরীক্ষাও করে দেখতে চাইতে পারে মিয়ানমারের জান্তা সরকার। অথবা বাংলাদেশকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করে কোনো সামরিক চুক্তিতে জড়াতে চাইতে পারে প্রতিবেশী দেশ। প্রধানমন্ত্রীর দিলি সফরের ঠিক আগে এই উত্তেজনা বেড়েছে। আর আরাকান আর্মিকে দমন করতে বিমান হামলা চালানোর কথা বলা হলেও নাইক্ষ্যংছড়ির ওপারে আরাকান আর্মির কোনো অবস্থানের কথা জানা যায় না।

এ অবস্থায় একটি বড় প্রশ্ন হতে পারে এ ধরনের উসকানিমূলক সামরিক তৎপরতার ব্যাপারে বাংলাদেশের সাড়া কী হওয়া উচিত। রোহিঙ্গাদের বারবার বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া এবং তাদের ওপর অব্যাহত জাতিগত নিপীড়নের ঘটনায় স্পষ্ট যে মিয়ানমার বাংলাদেশের সাথে সমঝোতার সম্পর্কের ওপর ততটা গুরুত্ব দিতে চাইছে না। এ অবস্থায় বাংলাদেশকেও পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কথা ভাবতে হবে। রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সুস্পর্ক থাকলেও মিয়ানমার ইস্যুতে বৈশ্বিক ফোরামে এ পর্যন্ত যতবার ভোটাভুটি হয়েছে তাতে কোনোবারই ঢাকাকে সমর্থন করেনি মস্কো। কক্সবাজার বা বান্দরবান সীমান্তে মিয়ানমারের সাথে কোনো সজ্ঞাত বেধে গেলে রাশিয়া সর্বতোভাবে মিয়ানমারকে সমর্থন করার সম্ভাবনাই বেশি।

মিয়ানমারের এবারের সজ্ঞাতে নেইপিডোকে বেইজিং সমর্থন করছে বলে মনে হয় না। সেটি যদি বাস্তব হয়ে থাকে তাহলে চীনের সাথে বোঝাপড়া হতে পারে। তবে রাশিয়ান মদদপুষ্ট যে কোনো আক্রমণে সামরিক প্রতিরোধের জন্য পশ্চিমা সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে তুরস্কের মতো ওআইসির দেশ থেকেও সামরিক সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

রোহিঙ্গা ইস্যুর স্থায়ী সমাধান কৌশলগত শক্ত অবস্থান না নিয়ে করা যাবে বলে মনে হয় না। এখন কক্সবাজার-বান্দরবান সীমান্তে মিয়ানমারের যে উসকানিমূলক তৎপরতা চলছে সেটিকে হালকাভাবে নেয়ার সুযোগ কোনোভাবেই নেই। যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এতে কোনো উসকানি বা উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছেন না বলে উলেখ করেছেন। তবে ছোটখাটো কিছু নিয়ে যুদ্ধে জড়ানো যেমন পরিণামদর্শী কিছু হয় না, তেমনিভাবে কোনো দেশের যুদ্ধে জড়ানোর সঙ্কেতকে হালকাভাবে নিয়ে নিজেকে অপ্রস্তুত রাখাও পরিণামদর্শী হতে পারে না।

জামাইকা ইস্ট-ওয়েস্ট চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ফ্যামিলি নাইট

(১ম পাতার পর)

আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুনা নর্থজোন প্রেসিডেন্ট হাফেজ আব্দুল্লাহ আল আরিফ, ইকনার ইসলামিক রিসার্চ ডাইরেক্টর ইমাম ড. এ. জাব্বার, খতিব ইমাম সাঈদুর রহমানসহ মুনার জোন ও চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ।

munaoffice@gmail.com./cc: niaz2000@gmail.com, anis1971@gmail.com